কৃষ্ণাষ্টমী

(পৌরাণিক নাটক)

“বানরশা” “সিরাজী-বুলবুল”, “সীতা-রাম” প্রভৃতি নাটক প্রণেতা

শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ বি. এ.

প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ঘোষ।

৮নং উল্টাডাঙ্গা জংসন্ রোড, কলিকাতা।



প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ প্রেস্
১৫নং নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সুধীবরেণ্য, বিদ্বজ্জন-প্রতিপালক, সাহিত্য-শিল্পানুরাগী

রায়সাহেব—**শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় মহাশয়ের করকমলে—**

ভক্তিভাজন রায়সাহেব,

আপনি সাহিত্য ও সুকুমার-শিল্পের বিশেষ অনুরাগী। আমার ন্যায় দীন সাহিত্যিকের ক্ষুদ্র নাট্য-প্রচেষ্টাও আপনাকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আপনি আমার রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মৎপ্রণীত গীতিনাট্য **"সিরাজী-বুলবুল্"** ও **"সীতারাম"** উভয় নাটিকাও আপনাকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছে দেখিয়া আমি লেখনী-ধারণের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনি ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণ,—আপনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু,—পুরাণ তন্ত্রে, ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে আপনার প্রগাঢ় আস্থা ও অনুরাগ আছে,—তাই আমি আমার এই নূতন পৌরাণিক নাটিকা **"কৃষ্ণাষ্টমী"** আপনারই করকমলে সসম্মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আশা করি, সাদরে গ্রহণ করিয়া, আমায় চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি—

—কলিকাতা—
"অমর-ধাম"
শুভ জন্মাষ্টমী।
বুধবার—৮ই ভাদ্র,
সন ১৩৩১ সাল

ভবদীয় একান্তানুরক্ত—
শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ

উপোদ্ঘাত

শ্রীশ্রীভগবান কৃষ্ণের পুণ্য জন্ম কাহিনী— চির পুরাতন, চির নূতন, অথবা সনাতন। এই পুণ্য স্মৃতির সকল কিরণ স্পর্শে আজিও জড়বাদ-মোহাচ্ছন্ন হিন্দু জাতি তাহার জাতীয়ত্ব ও ধার্মিকত্বের সন্ধান পায়, তাহার অকৃত্রিম সদ্ভাব লাভ পাইয়া থাকে। ইহা চিন্ময় ও নিত্যধাম।

ব্রজের গোষ্ঠে, যমুনার তীরে, কেলিকদম্বমূলে, নিধুবনে আজিও যাঁহার মুরলীর মূর্চ্ছনার সাড়া পাওয়া যায়, আজিও যাঁহার শ্যামরূপের আভা, যমুনা সলিলে স্বীয় অঙ্গে মাখিয়া অপার আনন্দ কল্লোল মুখর, আজিও যাঁহার মধুর প্রেমের রঙ্গিণী, দেবতাবাঞ্ছিত শ্রীচরণের নূপুর-নিক্কণের ও মুরলীর মোহন তানের ঝঙ্কার ভক্তপ্রাণে সজাগ, সেই ভববাধাহারীর মধুর লীলা কাহিনীই আমার অন্তরের নাদ। তাই এই শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে তাঁহারই কথা কীর্তনচ্ছলে এই ক্ষুদ্র নাট্য-প্রচেষ্টার অবতারণা। ইহার সাফল্য সেই শ্রীশ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের ত্রিলোকবাঞ্ছিত শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

যদিও এই নাটিকা পুরাণকেই অবলম্বন করিয়াছে, তবে কিংবদন্তী বা উদ্ভট বিবরণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সক্ষম হয় নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংস বধ পর্য্যন্ত এই নাটিকার বিস্তৃতি। ইহাতে স্থানে স্থানে ঘটনাস্রোতের ক্ষিপ্রগতি ও অস্বাভাবিকতা উপলব্ধ হইতে পারে, কিন্তু সময় সংক্ষেপার্থে এই উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ইহার জন্য ত্রুটী স্বীকার করিতে আমি বাধ্য রহিলাম। তবে এ সনাতন পুণ্যকাহিনী এতদ্দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত

তাই আমি অনেকটা আশ্বস্ত রহিলাম। পুরাণ-কাহিনীকে বাস্তব-ঘটনার সঙ্গে সমন্বয় করিতে গিয়া কল্পনার সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি।

এই নাটিকাখানির, সাফল্যের জন্য বন্ধুবর, জুপিটারের সুযোগ্য প্রযোজক, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। অভিনয়-সাফল্য কলানুরাগী দর্শকবৃন্দের উপর ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের করুণার উপরই সমর্পণ করিলাম। ইতি—

বশংবদ—

গ্রন্থকার

সূচনা।

কৃষ্ণাষ্টমীর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ নিম্নে, মুক্ত প্রান্তরে
ক্রন্দমানা ধরিত্রী, মর্ম্মান্তিক রাগিণী ধরিয়া
ব্যথাহারীকে আহ্বান করিতেছেন।

—(করুণ-গীতিকা)—

কত আর কাঁদিব বল, শুকায়েছে আঁখিজল।
রসনায় সরেনা বাণী, আঁধার নয়ন-মণি,—
অস্থিসার তনুখানি, বিহ্বল বিকল।
হৃদে জ্বলে হুতাশন,
কোথা তুমি নারায়ণ।
বরিষ তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সুশীতল।
হর পাপ গুরুভার, বহিতে পারিনা আর
এ ঘোর আঁধারে জ্বাল, তব আলো ঝলমল।

ঘন গর্জ্জিনিষ্ট মেঘ গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে ভিন্ন হইয়া গেল। সেই মেঘরন্ধ্রে নীলোজ্জ্বল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং শূন্য হইতে অপূর্ব্ব মুরলীর ধ্বনিতে মুক্তি ও শান্তির রাগিণী প্রচারিত হইল। ধরিত্রী আনন্দ-হাস্যে সেই ধ্বনির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন

কৃষ্ণাষ্টমী

প্রথম দৃশ্য—কংস কারা-কক্ষ

(বসুদেব ও দেবকী)

বসুদেব । দেবি !
সম্বর রোদন !
অনুক্ষণ নারায়ণে
করগো স্মরণ

দেবকী । ওগো !
হৃদে জ্বলে তীব্র হুতাশন !
হ'তেছে স্মরণ,
সপ্ত শিশু মধুর আনন !
সদ্যোজাত প্রফুল্ল বদন
কিছুক্ষণ চাহিল আমার পানে,
এ দগ্ধ পরাণে—
উথলিল স্নেহ-সিন্ধু দুকূল ভাসায়ে ।
চুম্বন-প্রয়াসে নমিত মস্তক মম,
ক্রুরহস্তে সরায়ে পামর—
লয়ে গেল বুকের রতন !
নারায়ণ ! নারায়ণ !
কত সহে জননী-পরাণে !

বসুদেব। মুছে ফেল আঁখি-জল,
সহ আরও কিছুকাল।
আজি অষ্টমী-নিশায়—
অষ্টম গর্ভের শিশু লভিবে জনম—
দৈববাণী করগো স্মরণ!

দেবকী। নিদ্রা-মগ্ন নারায়ণ!
রোদনে কি কাটিবে না—
তব ঘুম-ঘোর?

বসুদেব। ব্যথাহারি মুকুন্দমুরারি!
বেদনার কর অবসান!
(দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ)
কেবা আসে অন্ধকারা মাঝে?

দেবকী। আসে কিগো জনার্দ্দন?
শুনিয়া রোদন—
ব্যথা কিগো বাজিল পরাণে!

(কংসের প্রবেশ)

কংস। মর্ম্মন্তুদ করুণ রোদনে—
কংস প্রাণে, সত্য ভয়ি.
বিঁধিয়াছে তীক্ষ্ণশর!
আর্ত্তস্বরে কম্পিত হৃদয় মম!
আঁধার নিশীথে তাই,—
সুখশয্যা করি পরিহার,—
কারাগারে করিনু প্রবেশ।

দেবকী। অশেষ করুণাসিন্ধু
মথুরার রাজা—!
দীনা বন্দিনী আমি—
কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব ?

কংস। ভগ্নী তুমি মম—
ব্যঙ্গ কিবা সাজে ভ্রাতৃ-সনে ?

দেবকী। ব্যঙ্গ ! তবসনে ?
করুণায় বিগলিত তুমি মহাপ্রাণ।
করুণায় বৃদ্ধ পিতা তব—
লভিয়াছে সুখ কারাবাস ;
স্বামী সহ করি বাস—
তব পাষাণ-আবাসে।
দীর্ঘশ্বাসে কঠিন পাষাণ ফাটে—
সুখের আবেশে তুমি
নিশ্চিন্তে ঘুমাও।
করুণার সজীব মূর্ত্তি—
তুমি মহারাজ !

বসুদেব। বাক্যব্যয়ে কিবা প্রয়োজন ?
বন্দী মোরা অন্ধ কারামাঝে।
অসহায়, শীর্ণ কলেবর,
দীনহীন শোক-নিপীড়িত—
নির্য্যাতিত বিনা অপরাধে।
কিবা হেতু কর শঙ্কিত ?

নীরবে সহিতে হবে
নিয়তি-শাসন।

কংস। নিয়তি-শাসন ?
হাঁ, হাঁ, সত্য কথা করালে স্মরণ।
রক্ষি।

(রক্ষীর প্রবেশ)

নিদ্রাহীন, অপলক আঁখি
আজি নিশা করিবে যাপন।

রক্ষী। যথাদেশ মহারাজ।

কংস। (স্বগত) অষ্টম গর্ভের শিশু
সাধিবে নিধন মম।
এও সেই ‘নিয়তি’ শাসন।
(রক্ষীর প্রতি)
সাবধানে এ যামিনী করিবে যাপন।

[প্রস্থান ও রক্ষীর অনুসরণ।

বসুদেব। নিয়তির পাশ [illegible] পরাণ
দৈববাণী করিয়া স্মরণ,
শিহরণ জাগিয়ে দেয় মনে।
ওকি।

(প্রস্তর প্রাচীরে স্বর্ণালোক প্রতিফলিত হইল।
কঠিন প্রস্তর ভেদি,
কোথা হ'তে পশে শশিকর।

(দেবকীর গর্ভে আলোক-স্পর্শ)



দেবকী। এসেছ ? এসেছ সত্য
তুমি নারায়ণ ?
উঃ ! কি যন্ত্রণা,
কেমনে জানাব নাথ !

বসুদেব। গভ যাতনায় মূর্চ্ছাপন্ন বুঝি হয় ক্ষণে !
এস ত্বরা সূতিকা ভবনে। 'ধারণ

দেবকী। নাথ ! নাথ !
সহিতে পারি না যে গো
অসহ যাতনা !

বসুদেব। যাতনার পারে শান্তি,
অনন্ত অক্ষয় মুক্তি —।
ধর শক্তি ক্ষণকাল তরে,
অচিরে গো কাটিবে আঁধার।

[দেবকীসহ প্রস্থান।]

(উগ্রসেনের প্রবেশ)

উগ্রসেন। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে,
হেরিনু নয়নে যেন -
স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা !
দেবকি ! দেবকি। জননী আমার !
আর নাহি ভয় !
ব্যথাহারী এসেছেন পুরে !

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব। হে পিতৃব্য !
সত্য তব বাণী !

ঐ হের ভূমিতলে—
নীল নীরদ-কান্তি।
হেন মূর্ত্তি দেখ নাই কভু!
অধরে কি বিশ্ববিমোহন হাসি—
শরতের পূর্ণ শশি লাজে মরে যায়!

উগ্রসেন। (আনন্দ হাস্য) আর নাহি ভয়—আর নাহি ভয়!
এস ত্বরা, বিলম্ব না সয়।

[উগ্রসেন ও বসুদেবের প্রস্থান।

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ। যাই মহারাজকে সংবাদটা দিয়ে আসি। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মহারাজ ছুটে আসবেন। ছেলেটাকে দুহাতে ধরে, ঘুরিয়ে, ঐ পাথরে মারবেন এক আছাড়। সঙ্গে সঙ্গে শেষ। কচি ছেলের মুখখানা দেখ্‌লে বনের বাঘ ভাল্লুকেরও দয়া হয়! পাথরে কি দয়ামায়া আছে! বুকখানা পাথরই হয়ে আছে। সাত সাতটাকে ঐ পাথরে আছড়ে মেরেছেন, তা ত দাঁড়িয়ে দেখেছি! থাক্‌ ওসব কথা। কর্ত্তব্য পালন করিগে।

(উগ্রসেন ও বসুদেবের প্রবেশ। বসুদেবের অঙ্কে সদ্যোজাত শিশু)

উগ্রসেন। রক্ষি! রক্ষি!
মথুরার রাজা আমি—
বৃদ্ধ অসহায়—
যোড়-করে করি অনুনয়—
স্থির হও ক্ষণেকের তরে—

রক্ষী। (প্রণামান্তে) অনুগত ভৃত্যকে অপরাধী করবেন না মহারাজ।

উগ্রসেন। সত্য যদি রাজা বলি
সম্ভাষ গো মোরে—,
সত্য যদি বিন্দু ভক্তি ধর মোর প্রতি
রাখ বৎস বচন আমার—
গুপ্তদ্বারে লয়ে যাও বসুদেবে।
গুপ্তকথা রাখিবে গোপন,
অবিলম্বে পাল অনুরোধ,
বিনিময়ে লহ মুক্তাহার।

রক্ষী। (স্বগত কি করি—কি করি? বৃদ্ধ রাজার এ অনুরোধ, কেমন করে অবহেলা করি? যা হয় হউক। এ আদেশ পালন ক'রবই! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আপনার স্নেহ, আপনার আশীর্বাদের চেয়েও কি এ মুক্তাহার অধিক মূল্যবান্? না, তা নয়। আসুন আমার সঙ্গে—আমি অকৃতজ্ঞ নই মহারাজ—

(দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী। কৈ? কৈ? কালসোণা?
দেখি—দেখি আর বার।
ওগো! কোথা লয়ে যাও
মম বুকের রতন?

বসুদেব। ঐ বৃন্দাবন!
বাল্যসখা নন্দ গোপ-গৃহে
রেখে আসি নীলকান্তমণি!

উগ্রসেন। সম্মানিত যদুবংশে লভিল জনম
নিয়ে যাবে নীচ গোপ গৃহে ?
গোপীস্তন্যে, গোপ-অন্নে বাড়িবে শরীর ?
ওহো ! কেমনে সহিব দুঃখ ?

বসুদেব। নীচবংশে জনম তাহার,
নীচবৃত্তি গোধন-পালন !
কিন্তু মহারাজ !
গোপাল, রাখাল, নন্দ—
উদার সরল,
মহাপ্রাণ গগন সমান।
মহাজন পাশে,
রেখে আসি প্রাণের দুলাল !

দেবকী। দেখি—দেখি আর বার !

বসুদেব। পলক্ষেপে ঘটিবে প্রমাদ—
পুত্রমুখ ভুলে যাও নারি !

[রক্ষী ও বসুদেবের প্রস্থান।

দেবকী। উঃ ! কেমনে বাঁধিব প্রাণে। (পতন)

উগ্রসেন। পাষাণে—পাষাণে বাঁধগো বক্ষঃ !
কাঁদিতে পাবে না মাতা,
নিজহস্তে ধর কণ্ঠ চাপি !

দ্বিতীয় দৃশ্য—যমুনা-তীর।

(আকাশে ঘোর মেঘাড়ম্বর, বিজলী-চমক ও মেঘগর্জ্জন। অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত। যমুনায় উদ্দাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস। সন্তান বক্ষে ধরিয়া বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব। গর্জ্জে ঘোর ঘনঘটা।
বিদ্যুচ্ছটায় ছিটায় অনল।
কল কল রবে প্রবাহিনী—
ফেনিল তরঙ্গ তুলি।
ঝরে বারি ভাসায় মেদিনী।
নিশীথিনী প্রেতিনী সম—
তাণ্ডবে মাতিছে।
একি অসুরের মায়া!
বিদিত কি মহাপাপী—
সকল বারতা?
কংস সেনা আসে কিগো—
পশ্চাতে আমার?
ঐ! ঐ! তার রক্ত-আঁখি
ঝলসে আঁধারে।
মেঘমন্দ্রে গর্জ্জে বুঝি
ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত অসুর ভীষণ।
ঐ! ঐ! বৃন্দাবন।

ঐ হেরি বিজলী-চমকে পুনঃ
নন্দের ভবন !
কিবা করি ।
কেমনে তরিব এই উত্তাল তরঙ্গমালা ।
সন্তরণে হব পার কালিন্দী সলিল !
ওকি !—ঐ যায় যাম ঘোষ অনার্দ্র শরীরে ।
যাই ত্বরা পশ্চাতে উহার ।

(শৃগালের অনুসরণ)

(বক্ষস্থ শিশুর জলে পতন) একি ! কি হ'ল ।
ডুবে গেল নীল বারি মাঝে
নীলকান্তমণি !
কৈ । কৈ । কোথা তুমি প্রাণধন ?
লো যমুনে ।
দে—দে মোরে ফিরায়ে—
মোর বুকের রতন ।
অভাগিনী গুমরি গুমরি কাঁদে অন্ধ কারা মাঝে
ব্যথা কিলো নাহি বাজে—
হৃদয়ে তোমার ?

(নীল তরঙ্গের উপর বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব)

একি ! একি !
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী—
মরি মরি !
কিবা রূপ হেরি জলে !
কোটী চাঁদ ঠিকরে অধরে ।

দৈববাণী। "হরিতে ধরার ভার, দুর্গতি অপার
নীল জলধর, চন্দ্রমা-ভাস্কর
তব পুত্র কলেবর ধরি,
উত্তাল তরঙ্গ-শিরে
নাচে নারায়ণ!"

বসুদেব। নারায়ণ! নারায়ণ।
ব্যথিত মথিত বক্ষে
ফুটিল কমল!
সফল—সফল জীবন আজি!
কংস নির্য্যাতনে,
অসহ বন্ধনে ছিল মুক্তির হিল্লোল
বহে আজি প্রাণে প্রাণে—
কণ্টকিয়া কায়।
দিয়াছ যে অধিকার অপার কৃপায়,
সেই অধিকারে হরি
ডাকিছে তোমায়—
এস—এস—এই দীনাশ্রয়ে।
এস যাদুমণি—এস নীলমণি—
এস বুকে, বুকের বাছনি!
দরিদ্রের জীর্ণ-বক্ষে এস নারায়ণ!
(বক্ষে ধারণ। শিশু-মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন।

প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি। নীল গগনে অষ্টমীর চন্দ্রোদয়

তৃতীয় দৃশ্য—কারা কক্ষ সম্মুখ।

(কংস ও ভগদত্তের প্রবেশ)

ভগদত্ত। সে তো বলেছেন মহারাজ। অষ্টম সংখ্যাটাই এখন ভয়ানক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঐ সংখ্যাটী পূরণ কর্ত্তে এখন পুরুষই আসুক, আর স্ত্রীই আসুক—যার ভয়, আপনাকে মার্ত্তেই হচ্ছে মহারাজ।

কংস। দেববাণী হতেছে স্মরণ
অষ্টম গর্ভের শিশু
সাধিবে নিধন মম।
নব বিধা নারী
নাহিক প্রত্যয়।
মম ভাগ্য গাঁথা যাক কংসের বিধানে।
এ শুভ নিশা—
অষ্টাদিন পরে নষ্ট শিশু নব পান।
পিপাসা পাষাণ—
প্রাণ সঁপিতে নাহি ডর।
বসুদেব! বসুদেব!
বাহিরে এস সাথে লয়ে ও শিশু।

ভগদত্ত। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। আপনার কণ্ঠস্বর বোধ হয় কাণেই প্রবেশ করেনি। থাক, আর আপনাকে কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হবে না। আমিই ডেকে দিচ্ছি। ওহে ও যদুকুলধুরন্ধর! দ্বার খুলে একবার বাহিরে এস। মহারাজের গলায় আর কত সয়?

কংস। নীরব সকলে
রক্ষি!

(রক্ষির প্রবেশ)

কিবা হেতু নিরুত্তর সবে?

রক্ষী। মহারাজ! সকলেই হয়ত গাঢ় নিদ্রামগ্ন। আমি একবার, দেখে আসি।

[প্রস্থান

ভগদত্ত আপনার ভয়, বনের বাঘ ভাল্লুকের গলায় বা সেরোয় না সিংহের গর্জ্জন—বিড়ালের "মেউ মেউ" শব্দে পরিণত হয়, আর বসুদেব যে, ভয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে, একদম আকাট হয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্যটা কি!

কংস। এখনও ফিরে না রক্ষী!
সংশয় জাগিছে মনে!
শিশু লয়ে বসুদেব
ত্যজিল কি কারা?

(যোগমায়া অঙ্কে বসুদেবের প্রবেশ।

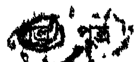
বসুদেব। দরিদ্র নিগ্যাতিত সহায় সম্বলহীন
হ'তে পারে বসুদেব
কিন্তু রাজা!
নহে সে যে প্রবঞ্চক কভু।
নহে সে তস্কর
যদুবংশধর।
শুনি তব কণ্ঠস্বর

আগুয়ান্ তোমার সম্মুখে
বুকে লয়ে অষ্টম গর্ভের শিশু।

ভগদত্ত। সাধু! সাধু! সাধু! এই ত পুরুষের কাজ! কথায় ঠিক না রাখ্‌তে পাল্লে, সে আবার পুরুষ কিসের ? দেখি, দেখি! বাঃ! বাঃ! কি নধর দেহখানি! কি চখের চাহনি! মহারাজ! এ যে নারী! দেখ্‌লে যে বড় মায়া হয়!

কংস। মায়া! মায়া!
এই তার ছায়া!
কায়া ধরি মানসমোহিনী,
কংস মন টলাতে যে চায়!
কিন্তু, কিন্তু জল নাই—
জল নাই এক বিন্দু শুষ্ক মরু-মাঝে! (হাস্য)
সূর্য্যতপ্ত বালুরাশি—
ধু ধু করে বিরাট হৃদয়ে!
তৃষ্ণাতুর কর্কশ প্রস্তর মম
উষ্ণরক্ত চাহে বার বার।

(উগ্রসেনের প্রবেশ)

উগ্রসেন। 
[illegible] পুত্র!
চাই উষ্ণ রক্তধারা ?
লহ ত্বরা অঞ্জলি পূরিয়া—
এই জীর্ণ হৃদপিণ্ড হতে!
তৃপ্ত কর শোণিত-পিপাসা।
বিনিময়ে ভিক্ষা দাও—

ঐ স্বর্গচ্যুতা কৌমুদী-পুত্তলি !
জীর্ণ-শীর্ণ অন্ধ-কারাবাসে—
বড় আশে, হ'য়ে নতজানু,
পিতা তব ভিক্ষা মাগে
শিশুর জীবন !

(নতজানু)

কংস। পিতা ! পিতা !
ভুলে গেছ কথা,—
অষ্টম গর্ভের শিশু সাধিবে নিধন মম ?
শত্রু মম বসুদেব বক্ষঃ মাঝে
মোহিনী প্রতিমা সাজে,
নেত্র মন করে আকর্ষণ।

উগ্রসেন। পুত্র ! পুত্র !
জানিও নিশ্চয়,
নাহি ভয়, নারী হ'তে তব।
অসহায়া কন্যাটীরে
করুণায় ভিক্ষা মোরে দাও !

ভগদত্ত। মহারাজ ! বৃদ্ধ রাজার কথায় পাষাণ গলে যায় !

কংস। কিন্তু নাহিক উপায় !

ভগদত্ত। মহারাজ ! আপনার পিতা !

কংস। পিতা ! পিতা !
কিন্তু মমতা - শীর্ষ প্রাণ ভয়ে
আঁধারে আবরে মোর নয়নের দিঠি

বসুদেব। ভগদত্ত

জল কভু গাঢ়তর রক্তধারা হ'তে ?
কৃতজ্ঞতা, প্রস্তরে বেঁধেছে বুক !
বস্ত্রে ঢাকি মুখ,
পিতৃস্নেহ অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন—
নিষ্ঠুর প্রস্তর বুকে।
সাক্ষ্য তার—
এই ধরা,—জীবগণে,
স্বর্ণ শস্য নিয়ত যোগায়,
সুমিষ্ট পীযুষ-ধারায়,
পিপাসায় সুধা ধরে মুখে,
স্নেহময়ী জননীর ন্যায়।
দৃশ্যে, দৃশ্যে, বর্ণে, গন্ধে—
সুললিত গীত ছন্দে,
পরাণ মাতায়।
দূর্ব্বাশ্যাম গুচ্ছ আস্তিনায়
পেতে দেয় অমরার সুখশয্যা।
কিন্তু প্রতিদানে কিবা পায় ভূর্শাদণ্ড
পায় পদাঘাত—কঠিন নিষ্মম,
নিষ্যাতন কত শত কে করে নির্ণয় ?
সুখ-মদিরায় আরক্ত-নয়ন—,
কৃতজ্ঞতা দিয়ে বিসর্জ্জন,—
দম্ভজাত ঘৃণাভরে,—
সেই ধরা-মাতৃমুখে
নিষ্ঠীবন করে যে বর্ষণ।

ভগদত্ত!
দেখ নাই এ আচার —
মানব-সমাজে?

কংস। বিদ্রূপের বিষবাণ কর সম্বরণ।
করহ স্মরণ—
কেবা তুমি, কেবা আমি সম্মুখে তোমার
কৃপায় যাহার—
ভার্য্যাসহ কর বাস যার আবাসেতে—
যার অন্নে পুষ্ট কলেবর,
বিদ্রূপের আধার কভু নহে সে তোমার।
অকৃতজ্ঞ তুমি হে যাদব—
তাই অপদস্থ কর মোরে
স্তাবক সম্মুখে।

ভগদত্ত। আমি—আপনার স্তাবক! এ কথা ত স্মরণ ছিল না মহারাজ! আমি ভেবে রেখেছিলুম যে আমি আপনার "পারিষদ"—অথবা "বিদূষক"—কিন্তু—যাক্। ও সমানই কথা। "স্তাবক"—অর্থাৎ কিনা স্তবকারক। তাতে ক্ষতিই বা কি—আর নিন্দাটাই বা কিসের! শুধু স্তবকরাই বা কেন, ফুল নৈবেদ্য দিয়ে পূজাও ত ক'রে থাকে শুনেছি। ঐশ্বর্য্যের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, ক্ষমতার পায়ে মাথা নত করা, এ সব ত জগতেরই রীতি। তাতে আর দোষ কি?

কংস। ভগদত্ত!
নীরবেতে রহ কিছুকাল!
বসুদেব!

অবিলম্বে দেহ শিশু
অঙ্কেতে আমার।

উগ্রসেন। কংস! কংস!
যদুবংশে নহে কি হে জনম তোমার?

বসুদেব। যাদব! যাদব! (ব্যঙ্গ হাস্য)
ভ্রান্তি সুনিশ্চয় তব।
অসুর—অসুর ঐ
নররক্ত চায়!

কংস। স্পর্দ্ধা তব সীমা পারে যায়!
পিতৃমুখ চাহি,
স্মরি মনে ভগিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা
বার বার করিতেছি ক্ষমা।

বসুদেব। ক্ষমা! ক্ষমা অযাচিত!
পিতৃভক্তি! ভগিনীর স্নেহ!
তব অভিধানে কিবা অর্থ তার?
অর্থ তার নির্য্যাতন —অর্থ তার পদাঘাত—
নিষ্ঠুর নির্ম্মম!
হাঃ! হাঃ! হাঃ! (হাস্য)

কংস। বসুদেব! বসুদেব!

বসুদেব। জ্বলে হৃদি তুষানলে অনিবার!
সয়েছি বিস্তর, সব আর বার!
পিতা হ'য়ে—
প্রস্তরে বেঁধেছি প্রাণ!
[চক্ষে আঁখি বিন্দুমাত্র বারি!

সপ্তপুত্র মুখ স্মরি,
গুমরি গুমরি কাঁদে স্নেহ সিক্ত প্রাণ —
পাষাণ আঘাতে তারে করেছি নিধন !
মমতার স্বর্ণ কমল—
নিজহস্তে ফেলেছি ছিঁড়িয়া।
বন্দী আমি, করুণার প্রার্থী তব নই।
নির্য্যাতন, আজীবন প্রার্থনা আমার !
নীরবে সহিব জ্বালা,
শব সম নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ আমি —
নেহারিব মরণ পাণ্ডুর এই শিশুর বদন।
বধির শ্রবণ মম শুনিতে পারেনা
এর মরণ-যাতনা-ধ্বনি।
লহ শিশু মথুরার দণ্ডমুণ্ডধর —
দগ্ধ প্রাণ কর সুশীতল !

(যোগমায়াকে দান)

উগ্রসেন। ওহো ! কত সহে বিদগ্ধ পরাণে
ওরে মৃত্যু। আয় ত্বরা করি—
সহিতে না পারি আর !

কংস। নিরুপায় ! অসহায় আমি !
ঐ শিলা—ঐ শুষ্ক শিলা
জর্জ্জরিত পিপাসায়—
নররক্ত চায় ! নররক্ত চায় !
আর কত সয় ! (নিক্ষেপ)
(সহসা অগ্নিশিখার বিকাশ ও আর্ত্তনাদ)

ভগদত্ত। ওরে বাবা ! এ আবার কি ? (প্রস্থান)

আকাশবাণী। "রে পামর !
শত্রু তোর হল নারে ক্ষয়।
শত্রু তোর গোকুলে বাড়িছে —
শরতের শশিকলা সম।"

কংস। কোথা হতে আসে ঐ
শব্দভেদী স্বর ?

(দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী। ওগো ! কোথা মা আমার ?

বসুদেব। ঐ শূন্যে উড়ে যায় মায়ের পরাণ !
রক্তে মাখা নবনীত কায
পড়ে ঐ পাষাণের গায় !
চূর্ণ শির, নাসারন্ধ্রে ঝরে রক্তধারা !

দেবকী। মা ! মা আমার !

[বেগে প্রস্থান।

উগ্রসেন। কোথা যাও পাগলিনি !
জননি গো, ফিরে এস — ফিরে এস —
অঙ্কেতে আমার !
আয় ওরে !
পাষাণ কারায় বসি,
একসঙ্গে ঢালি অশ্রুজল !

(রক্তাক্ত যোগমায়াকে কোলে লইয়া দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী। হে পিতৃব্য !
চক্ষে নাহি জল ! — চক্ষে নাহি জল !

অনল। অনলে শুকায়ে গেছে—
স্নিগ্ধ আঁখি-বারি।
এই হের রক্তমাখা নধর শরীর
রুধির-মণ্ডিত করে,
অনাথার স্নেহের অঞ্চল। (প্রস্থান)

ক—। দেবকি। দেবকি।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে।
প্রাণ ভয়ে লুপ্ত হয় জ্ঞান।

বসুদেব। মরুভূমে কোথা পাবে জল?
ফুটেছিল কত ফুল মমতার রূপ ধরি—
হৃদয়ের সাজান বাগানে—,
একে একে করেছি নির্ম্মূল!
ভুল - ভুল হে তোমার।
ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই—
বিশুষ্ক পরাণে। [বসুদেবের প্রস্থান।

কংস। ক্ষমা নাই। ক্ষমা নাই।
কোথা যাই।
কেহ নাহি মোর—
কিছু নাহি মোর।

(দেবকীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবকী। আছে— আছে অভিশাপ—
আছে দীর্ঘশ্বাস, পুত্রাশ্রু মরম মাঝারে,
শিরে তোর ঢালি অনিবার।

উগ্রসেন। মা! মা!

ভস্ম হবে কংস মোর আঁখির পলকে।
পুত্র মোর, ভ্রাতা তোর, হারায়েছে জ্ঞান।
অভিশাপ ঢাল মোর,
জরাজীর্ণ এ পাপ মস্তকে।
(দেবকীকে ধারণ)

চতুর্থ দৃশ্য—নন্দের আঙিনা।

(প্রাঙ্গণে ব্রজবালক বালিকগণ আনন্দোৎসবে মগ্ন।
যশোদার অঙ্কে শিশুকৃষ্ণ)

নৃত্য গীত।

গোবর-গাদায় ফুল ফুটেছে,
নামটী যে তার নীলকমল।
গোয়াল ঘরে চাঁদ উঠেছে
যশোমতীর ধ'রে আঁচল॥
দেগো দে নন্দরাণী, দেমা তোর কালসোণা,
ধনূতা ধনা চাঁদের কণা, ধিনূতা ধিনা পাকা সোনা।
আঙিনায় খেলবো মাটী, দই হলুদে তলতল।

যশোদা। এস—এস সবে স্নেহের বাছনি
এস, ধর ক্ষীর সর ননী।

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ)

নন্দ আজি এ আনন্দ দিনে,
আমাদেরও দাও কিছু খেতে।

ওগো গোপরাণি !
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত মোরা—
গোধন-চারণে !

উপানন্দ। আয ত্বরা করি
লয়ে গেল শিশুগণ
ক্ষীর সর ননী।

যশোদা। দীনা গোপিণী আমি—
কি আছে সম্বল।
অঙ্কে মোর নীলকান্তমণি।
গোপকুল শিরোমণি !
ধর বুকে সাধনার ধন—
তৃপ্ত হবে তৃষিত জীবন।

নন্দ। (কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া)
কোথা ছিলি এতদিন
ওরে যাদুমণি।

উপানন্দ। হে তাতঃ—
দেহ মোরে ক্ষণেকের তরে,
ঐ নীলকান্তমণি—

(অঙ্কে ধারণ ও চুম্বন)

(শিশুগণ সকলেই বলিতে লাগিল—'আমায় দাও—আমায় দাও

নন্দ। সবে চাহ কালসোণা ?

বালক। হাঁ। আমরা ওকে নিয়ে কাদামাটী খেলব। কেমন না ভাই ?

সকলে। হাঁ—হাঁ!

নন্দ। ভাল—ভাল। তবে তাই।

(পুতনার প্রবেশ।)

যশোদা। কে তুমি ভগিনী?

(যশোদার অঙ্গে কৃষ্ণকে দেখাপন)

পুতনা। ব্রজের কামিনী আমি—
পুত্র মোর মুদিয়াছে আঁখি।
রোধিতে না পারি স্তনে
দুগ্ধের প্রবাহ।
শোকের প্রদাহ মনে
জ্বলে অনিবার!
একবার দেহ শিশু অঙ্কেতে আমার!

[নন্দ ও উপানন্দের প্রস্থান।

যশোদা। লহ ভগ্নি বুকের মাণিক—
তৃপ্ত হোক হৃদয়ের জ্বালা।
দাও ঢালি
পুত্রহারা জননীর বুকে।
একি! অঙ্ক ছাড়ি যাবে না গো তুমি?

পুতনা। এস—এস মম বক্ষে—
তীব্র জ্বালা কর সুশীতল।
(অঙ্কে লইয়া) আকণ্ঠ কর রে পান—
অফুরন্ত ধারা—(স্তন্যদান)
পুত্রহারা জননীর পূর্ণ কর সাধ!

[প্রস্থান।

যশোদা। একি! কোথা যায়—
লয়ে মোর বুকের রতন। [প্রস্থান।

সকলে। ওটা ডাইনী—ডাইনী - পালা - পালা। [প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন—কক্ষান্তর)

—শায়িতা পুতনা—

(কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া যশোদার প্রবেশ)

যশোদা! ভয় নাই—ভয় নাই যাদুমণি!

পুতনা। ওহো! যায় প্রাণ বিষের জ্বালায়!

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ)

উপানন্দ। কেবা তুই ব্রজাঙ্গনা বেশে?

নন্দ। মৃত্যুকালে বল সত্যবাণী।

পুতনা। বকাসুর ভগ্নী আমি—
পুতনা আমার নাম।
কংস-অরি তোমার সন্তান।
কংসের আদেশে আসি ব্রজধামে,—
স্তনে মাখি কালকূট বিষ,—
নিধন করিতে তব স্নেহের নন্দনে!
কিন্তু কর্ম্মফল লভিনু উত্তম।
উঃ! যায় প্রাণ ছাড়ি কলেবর। (মৃত্যু)

(পট ক্ষেপ)

নন্দ। কংস অরি—দুগ্ধপোষ্য শিশু মম!

উপানন্দ। হেনবাণী না কর প্রত্যয়!

যশোদা। হায়! হায়!
কি হবে উপায়!

কোথা যাব শিশু লয়ে—
ছাড়ি ব্রজধাম ?

নন্দ। স্থির হও রাণি।
যাব আমি মথুরায়
শুধাইতে সমাচার নৃপতি-সদনে।
উপানন্দ। রহ সাবধানে। [প্রস্থান।

যশোদা। নারায়ণ। রক্ষা কর অঞ্চলের নিধি! (চুম্বন)

উপানন্দ। যাও বধূ অন্তঃপুরে—
শিশু লয়ে কোলে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য—আনন্দ-উপবন।

(ভগদত্ত ও কংস আসীন)

ভগদত্ত। মহারাজ! একটা দুধের ছেলের ভয়ে, আপনার ন্যায় মহীপাল—দিক্‌পালের এতটা বিহ্বল হওয়া মোটেই সাজে না। ওসব চিন্তায় দেহ মন আর নষ্ট করবেন না। ও অতি তুচ্ছ ব্যাপার!

কংস। কিন্তু সেই দৈববাণী।

ভগদত্ত। ওসব কিছুই নয়। ও আপনার ভ্রান্তি! এখন একটু তাজা হওয়া যাক্। ভেবে ভেবে গলাটা শুকিয়ে গেল। একটু সুধা খেয়ে আসুন গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক্—আর তার সঙ্গে একটু কামিনী-কণ্ঠের স্বর পান ক'রে—শুষ্ক প্রাণটাকেও একটু সরস করে নেওয়া যাক্। এক-ঘেয়ে আর ভাল লাগে না মহারাজ!

কংস। আন সুরা, আন সুরা ভৃঙ্গার ভরিয়া—
আকণ্ঠ করিব পান!
তোল তান শিঞ্জাসনে পরাণ মাতায়ে—
ডুবে যাক্‌ চিন্তাভীতি—
বিস্মৃতি সলিলে।

ভগদত্ত। এতক্ষণে মহারাজ একটা পুরুষের মত কথা ব'লেছেন—। এই ত আপনার যোগ্য কথা।

(শিঙ্গাধ্বনি, নর্ত্তকীগণের প্রবেশ। ভৃত্য-কর্ত্তৃক সুরা-বণ্টন)

—নৃত্য গীত—

তমাল ডালে দোদুল দুলিয়া,
কোয়েলা থাকি থাকি, কুহু কুহু গায়!
পরাণ নাচায়, পিয়াসা জাগায়,
কেমনে, কত সহে যুবতী-হিয়ায়!
গুমরি ভোমরা ধায়, ফুলে ফুলে মধু খায়,—
ঢ'লে পড়ে ফুল-কলি, আপনা হারায়;—
চুম্বনে, গুঞ্জনে,
অজানা শিহরণে,
কুসুমপরাণে মাতে সুখের সুরায়! [প্রস্থান।

ভগদত্ত। প্রাণ যায়—ঐ যায় সুধার আবেশে মেতে, সুরের রথে চ'ড়ে, ওদের ঐ আঁখির ইসারায়!

কংস। ভগদত্ত! ভগদত্ত!
সুরাপানে হারায়েছ জ্ঞান!

ভগদত্ত। তা কতকটা সেই রকমই বটে মহারাজ! আমি কোথায়? কোথায় যাই? কি করি মহারাজ?

কংস। ভগদত্ত!

ভগদত্ত। অঘাদৈত্য! কৈ? এসেছে সে মহারাজ? তবে আর কি? এখন বৃন্দাবনে যাত্রা করি? অঘা – ওরে অঘা!

(রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন)

এসিছিস্ বেটা?—আরে—কে তুই? তুই বেটা নেহাৎ অঘামারা! দূর তোর না কিছু করেছে! (সুরার আবেশ)

কংস। ভগদত্ত! স্থির হও ক্ষণেকের তরে।
কহ কিবা সমাচার?

রক্ষী। মহারাজ। পুতনা নন্দের শিশু হস্তে প্রাণ হারিয়েছে!

কংস। কহ বাণী বাতুল সমান!

রক্ষী। গোপরাজ স্বয়ং উপঢৌকন সহ মহারাজের চরণ-দর্শনপ্রার্থী!

কংস। নন্দ! গোপরাজ!
উপস্থিত প্রাসাদ-তোরণে?

রক্ষী। মহারাজের অনুমান সত্য। কি আদেশ?

কংস। কি আদেশ?—কি আদেশ।
হাঁ, হাঁ, পড়িয়াছে মনে!
সসম্মানে ল'য়ে যাও বিশ্রাম-ভবনে!

রক্ষী। যথাদেশ মহারাজ। [প্রণাম ও প্রস্থান।

কংস। ভগদত্ত! ভগদত্ত!
এস শীঘ্র করি—!
অঘাসুরে সঙ্গে করি,—
যেতে হবে বৃন্দাবনে এবে!
এক পল ক্ষয় নাহি কর!

ভগদত্ত। মহারাজ! বৃন্দাবনে গিয়ে কি গোধন চরাতে হবে? না, গোপিনীর নয়নবাণ খেতে হবে?

কংস। সুরাপানে ছন্নমতি—
এস ত্বরা মোর সাথে।
অঘাসুর সনে,
বৃন্দাবনে করিবে গমন।

ভগদত্ত। আমাকে যেতে হবে? আমি—আমি,—আচ্ছা, আমি যাব। গোপিনাদের নূপুরের রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু শুনে, প্রাণ মন আমার তোম্‌বার মত গুণ্ গুণ্ গুণ্ ক'রে তান ধ'রবে!

কংস। শিশু-হস্তে নিহত পুতনা!

ভগদত্ত। ওঃ বাবা! আমি—আমি কি ক'রে—কি করি! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! জ্বর আস্‌ছে মহারাজ! আমি শয়ন ক'রব! লঙ্ঘন ক'রব! বৃন্দাবনে যাব না—আর একদিন যাব মহারাজ! [প্রস্থান।

কংস। ভগদত্ত! ভগদত্ত! [প্রস্থান।

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব। ঐ হেরি নন্দ গোপরাজ।

(নন্দের প্রবেশ)

এস—এস ব্রজরাজ!
ব্রজের কুশল?

নন্দ। (অভিবাদনান্তে) কুশল সকলই এবে যাদব ধীমান।

বসুদেব। হে গোপরাজ!
কেমনে কুশল?
পুতনা হারায়েছে প্রাণ,

কিন্তু অঘাসুর এতক্ষণ—
বৃন্দাবনে করেছে প্রয়াণ!

নন্দ। অঘাসুর বৃন্দাবনে?
স্নেহের নন্দনে ছাড়ি,
কেমনে আর রহি মথুরায়!
হে যদুরায়!
কাঁপে প্রাণ শঙ্কার তাড়নে!
চরণে মেলানি মাগি— [প্রস্থান।

বসুদেব। নিরাপদ এতক্ষণে!
নারায়ণ! নারায়ণ!
রক্ষা কর দরিদ্রের ধন। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য - প্রাসাদ-ছাদ

—রাজশ্রীর রোদন-গীতিকা—

রোদনে রোদনে, বিদরে পরাণে—
সহে না সহে না, এ বুকে আর!
পাখী ত গাহে না, কুসুম ফুটে না
সমীরে ভেসে আসে হাহাকার!
মুরলী বাজে ব্রজের মাঠে,
রাখাল নাচে শ্যামল গোঠে;—
বাঁশীর স্বরে, বকুল ঝরে—
পরাণ ছুটে যায় যমুনা-পার! [প্রস্থান

(কংসের প্রবেশ)

কংস। আকাশে বাতাসে ভাসে
রোদনের ধ্বনি।
প্রাণ কাঁদে কিসের লাগিয়া!
ঐ আসে রক্তের প্রবাহ:—
ডুবে যায়—ডুবে যায়
মথুরার রত্ন-সৌধমালা!
চিতানল ধু ধু জ্বলে যমুনার কূলে!
বসাগন্ধে ভরে যায় পুরী!
ঐ! ঐ আসে রক্ত-মাখা শিশুর বদন!
চারিদিকে ওঠে রোল
পাষাণ বিদারি!
কিবা করি? কিবা করি এবে?
ঐ পুনঃ অষ্ট শিশু হানে রক্ত-আঁখি!
ভস্ম হই— ভস্ম হই অগ্নির প্রদাহে! (পতন)
চলে গেছে সব!
নীরব - নীরব—চরাচর!
কেবা আমি? কেবা আমি প'ড়ে হেথা?
মনে পড়ে কথা,— মনে পড়ে কথা!
কংস—কংস আমি
মথুরার রাজা—
ত্রাসে যার কাঁপে চরাচর!
শত্রু মম বৃন্দাবনে বাঁশরী বাজায়—
দীন ভিক্ষুকের প্রায়—

কাঁদি আমি মথুরায় বসি !

অশ্রুজল সাজে কি আমার ?

নহে অশ্রুজল —

দাবানল—দাবানল জ্বালিব ধরায় !

ভস্ম হবে শত্রু মোর—

আঁখির পলকে !

ঐ সুসজ্জিত যজ্ঞ-সভাতল !

সমবেত যাদব সম্মুখে,

শত্রু-মূল করিব নির্ম্মূল।

হাঃ। হাঃ ! হাঃ ! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য গোচারণ ভূমি।

(ব্রজের গোষ্ঠে মাঠভূমিতে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম শ্রীকৃষ্ণ চরণে চরণ রাখিয়া, ঈষদ্ধাস্যসহকারে মধুর মুরলী বাজাইতেছেন। সেই মোহন তানে সকলেই মুগ্ধ, নির্ব্বাক, কেহ কেহ নিস্পন্দ। ধেনুগণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। রাখালেরা সুর-লয়ে মাতিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া, অপূর্ব্ব ছন্দে নৃত্য করিতেছে। গোপগণ ক্ষীর সর ননী ভারে বহিয়া, যাইতে যাইতে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেছে। গোপীগণ গাগরী—কক্ষে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া বাঁশী শুনিতেছে।)

(ভগদত্ত ও অঘাসুরের প্রবেশ)

ভগদত্ত। (নিম্নস্বরে) অঘা ! এই ছোঁড়াটা ! ঐ বাঁকা হ'য়ে বাঁশী বাজাচ্ছে !

অঘাসুর। কিন্তু এত লোকজনের মধ্যে—

ভগদত্ত। তবে চল, ফন্দীটা ভাল ক'রে এঁটে নিয়ে আসি।

অঘাসুর। ও আর আঁটা আঁটি কি? আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

ভগদত্ত। তবে আর কি! কি--কি ক'রবি শুনি?

অঘাসুর। ঐ যে গোবর্দ্ধন পাহাড়—ঐখানে গিয়ে আমি অজগর-মূর্ত্তি ধারণ করে, হাঁ ক'রে বসে থাকব। রাখালেরা সব ঐ পাহাড়ের গহ্বরে লুকোচুরি খেলে থাকে জানি। যেমন মুখবিবরে এক একটী করে ঢুকে প'ড়বে, অমনি গপ্ গপ্ করে গিলে ফেলব, আবার কি?

ভগদত্ত। ঠিক ঠিক্। তোর বুদ্ধির তারিপ্ আছে। তাই যা— আর দেরী করিস্ না।

অঘাসুর। আমি তবে চল্লুম ঐ পাহাড়ে— [প্রস্থান।

ভগদত্ত। অত নাচুনী কুঁদুনী কোথায় থাকবে, একবার দেখাচ্ছি। ঐ ত সেই কেলে ছোঁড়া টিলার উপর ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও একটা গয়লার ছেলে, গরু চরায়—ওকে মহারাজ এত করে ভয় করেন! যাই গোপনীদের স্নানঘাটের দিকে একবার, ব্রজে যখন এসেই পড়েছি,—তখন একবার সব দেখে শুনে যাওয়াই যাক। [প্রস্থান।

(চতুর শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের কৌশল বিদিত হইয়া হাসিলেন। তান মুগ্ধ সকলকে তদবস্থ রাখিয়া, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও রাখালগণ যন্ত্র-চালিতের ন্যায় বাঁশীর মোহে আত্মহারা হইয়া নাচিতে লাগিল। গোপ-গোপী সব যেন স্বপ্ন-বিভোর।)

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ!
নাচ নাচ সবে দিয়ে করতালি।
নিজ-কাজ অবহেলি,
ব্রজবাসী থাক দাঁড়াইয়া—
চিত্র-পুত্তলিকা সম।
খাই আমি ক্ষীর সর ননী! (ভার হইতে চুরি ও আহার)

১ম গোপ। (তন্দ্রাভঙ্গে) তাইত! একি! ওরে ও কেলে ছোঁড়া! দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি! [বেগে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। (দৌড়াইয়া) ছুঁয়ো। ছুঁয়ো। ধ'র্ত্তে পার্ল্লে না।

(গোপীর অঞ্চলাকর্ষণ)

১ম গোপী। বটে। দাঁড়াত—দাঁড়াত রে অলপ্পেয়ে কেলেছোঁড়া!

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই সব! ক্ষীর সর ননী—চলে যায় ভারে ভার। আয় ছুটে আয়। উজাড় করা যাক্।

[প্রস্থান ও রাখালদের অনুসরণ।

(ভগদত্তের পুনঃ প্রবেশ)

ভগদত্ত। বটে। বটে। কেলে ছোঁড়াটাত রসিক হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। এরই মধ্যে আদিরসটা বুঝে ফেলেছে ধন্‌মণি! বেশ! খেয়েছ ক্ষীর সর ননী, এইবার নাঁকানি চোবানি খাও যাদু। ওরে অঘা। (নেপথ্যে গর্জ্জন) ও বাবা। কাঁপিয়ে দিলি যে! (নেপথ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ) ও বাবা! ওকি। ঐ যে কেলে ছোড়া গড্ গড্ ক রে রাখালদের সঙ্গে ছুটে আস্‌ছে। অঘাকে মেরে ফেলে'ছে—মেরে ফেলেছে। ওরে বাপ্ রে বাপ্! এ ছোঁড়াটা কে রে। না—আর না! সব্ব শরীব কাঁপছে। (নেপথ্যে হাস্যরোল) ঐ যে আস্‌ছে সব দল বেঁধে। পালাই। পালাই। (প্রস্থানোদ্যম, এবং কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ধৃত হওন)।

শ্রীকৃষ্ণ। কে হে বাপু তুমি;

ভগদত্ত। আমি? আমি, আমি ব্রজবাসী।

সকলে। (হাস্য) মিথ্যা কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ? তোমায় ত বাপু কখনও ব্রজে দেখি নাই!

ভগদত্ত। অনেক দিন দেশ-ছাড়া! তোমরা তখন কোথায়? তোমরা তখন জন্মাওনি বাবা।

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় ছিল তোমার বাড়ী বলত?

ভগদত্ত। বাড়ী ঘর কি আর আছে মাণিক? আমার কেউ নাই—কিছুই নাই! ফিরে এসে দেখ্‌ছি, সব, ফাঁক বাবা। (কপট রোদন)।

শ্রীকৃষ্ণ। বটে! চালাকি! অঘাসুরের সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিলে, তা বুঝি টের পাই নি ভেবেছ?

ভগদত্ত। অঘাসুর? পরামর্শ? আমি? সেকি?

শ্রীকৃষ্ণ। এই বেটা কংসের চর! এস এর. কাণ কেটে ছেড়ে দি।

ভগদত্ত। ওরে না না! আমায় ছেড়ে দে। আমার গায়ে হাত দিয়ে তোদের হাত কলুষিত করিস্ না বাবারা!

(শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধাক্কা প্রদান)।

শ্রীকৃষ্ণ। চল্ বেটা চর। (ধরিয়া লইয়া প্রস্থান ও রাখালগণের অনুসরণ)।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। কই, কোথা কালাচাঁদ!

শ্রীকৃষ্ণ। (নেপথ্যে) যাচ্ছি দাদা।

বলরাম। বহুক্ষণ আসিয়াছ গোধন চারণে—
জননী যে উতলা কালা
তব অদর্শনে!

শ্রীকৃষ্ণ। (নেপথ্যে) হও আগুয়ান ভাই—
আসি আমি পশ্চাতে তোমার।

বলরাম। বিলম্ব না কর এক পল। [প্রস্থান।

(ভগদত্তের পুনঃ প্রবেশ)

ভগদত্ত। হায়, হায়, হায়! এক-কাণ-কাটা হয়ে, কোন্ মুখে; মথুরায় ফিরব? ওঃ! রাজার স্তাবক হ'য়ে, শেষ এই হ'ল তার পরিণাম? উঃ! কি যন্ত্রণা—কি লাঞ্ছনা! কি অপমান!—কংস! কংস! তুমিই এই সর্ব্বনাশের মূল! তোমায় কেউ এই রকম ক'রে লাঞ্ছিত, অপমানিত ক'র্‌লে, তবে আমার শান্তি - তবে আমার তৃপ্তি! দেখি এমন কেউ যাদব-সমাজে বেঁচে আছে কিনা। উঃ! [প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ! হাঃ! হাঃ!—যা বেটা মথুরায়। কেমন জব্দ! (অকস্মাৎ রাধার দর্শনে) সখা—সখা!

(রাখালের প্রবেশ)

কি দেখি নয়নে!
কে নাহে যমুনা জলে
নবীনা কিশোরী ঐ?

রাখাল। ও যে রাই। ওকে চিনিস্ না ভাই?

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী
নাহিছে যমুনা-জলে।
অঙ্গের বসন, ভিজিল সলিলে, কবরী গেল যে খুলে!
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্বতটিতে, পড়িল চিকুর-রাশি—
কাঁদিয়া আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, লইল শরণ আসি!
মোর পরাণ সহিতে, নীল শাড়ী খানি—
নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলে।

(অক্রুরের প্রবেশ)

অক্রুর। বৃন্দাবনে গোপীরূপে বিমুগ্ধ-পরাণ—
গাহ কৃষ্ণ, প্রেম-গান শুনি।
জনক-জননী তব বিদরে পাষাণ
অবিরাম রোদনের স্বরে!
কংস-কারাগারে বসি মথুরায়
যাতনায় করে হাহাকার!

শ্রীকৃষ্ণ। জনক জননী মোর বসি মথুরায়।
হে মহাশয়! কেবা তুমি
মাগি পরিচয়?

অক্রুর। হে বৎস! অশ্রুজলে লহ পরিচয়!
অক্রুর আমার নাম;
ভ্রাতা মোর,
পিতা তব, বসুদেব, যাদব-গৌরব
হারায়ে বৈভব, কংস নির্য্যাতনে,
রোদনে মুখর করে অন্ধ-কারাগার!

শ্রীকৃষ্ণ। যদুবংশে জনম আমার!
গোধন চরাই আমি ব্রজের প্রান্তরে?
কে পিতৃব্য! কেবা মা আমার?
কোথা মা আমার?

অক্রুর। কংস-ভগ্নী দেবকী তোমার মাতা,
অষ্টম গর্ভের শিশু তুমি কালাচাঁদ।
মাতা-পিতা তব, মাতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেন,

"কোথা কৃষ্ণ" "কোথা কৃষ্ণ" বলি
অকুলি ব্যাকুলি করে
বসি কারাগারে।
আর নারে সহিবারে কংস-নির্য্যাতন !

শ্রীকৃষ্ণ। তাই মোরে বধিবারে চাহে বার বার।
কোথা মম সপ্ত সহোদর তাতঃ।

অক্রূর। "অষ্টম গর্ভের শিশু সাধিবে নিধন",—
দৈববাণী হ'য়েছে প্রচার।
কংস দুরাচার, ক্রূর স্বার্থপর,
একে একে সপ্ত শিশু করেছে নিধন।
অষ্টম জাতক তুমি ওরে নীলমণি !
বুকে লয়ে তোমা ধনে, অষ্টমী-নিশায়,
বৃন্দাবনে, নন্দের ভবনে,
সন্তর্পণে রেখে গেল জনক তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য—সত্য তব করুণ কাহিনী !
জনক জননী কাঁদে কংস কারাগারে,
যমুনার পারে আমি মুরলী বাজাই ?
গোধন চরাই আমি রাখালের বেশে !
হেসে গেয়ে, রঙ্গরসে কেটে যায় দিন,
দীন হীন পিতা মাতা রহে মুখ চাহি !
হে পিতৃব্য ! দেহ পদধূলি,—
পুত্র আমি, পিতৃরক্ত শিরায় শিরায় !
পিতৃ-লাঞ্ছনার লব যোগ্য প্রতিশোধ !
কংস-নাম মুছে ফেলি ধরা-পৃষ্ঠ হ'তে !

অক্রুর। ধনুর্যজ্ঞে আমন্ত্রিত তোমা দোঁহে—
কৃষ্ণ বলরাম ;
আমি আসি দূত-বেশে দিতে সমাচার।
মত্ত দন্তী শত, মল্ল অগণিত —
নিয়োজিত মথুরায়, তোমার নিধনে।
সাবধানে হও অগ্রসর !

শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিধন তরে হেন আয়োজন !
কেবা আমি ? কোথা আমি ?
আমি সেই। আমি সেই !
(শূন্যে বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব)
সেই আমি — হয়েছে স্মরণ।
কালান্তক মহাকাল আমি !
"সংহার—সংহার।" উঠিছে ররাব !
নিস্তার নাহিক আর।

অষ্টম দৃশ্য—মুক্ত প্রান্তর।

—(ধরিত্রীর আনন্দ-গীতিকা)—

আঁধার গেল চ'লে, অরুণ-পরশে রাঙে
মম শ্যামল অঞ্চল।
পবন নাচিয়া চলে, নাচায়ে তমাল তালে,
যমুনার কাল জল !
ডুবে যায় হাহা-ধ্বনি !
"মাভৈঃ !" "মাভৈ !" ওঠে বাণী—।
শান্তি-মুক্তি-মন্দাকিনী, ঝঙ্কারে অঝোরে-ঝরে,—
শীতলিয়া অবনিতল। [গীতসহ প্রস্থান।

নবম দৃশ্য—রাজসভা।

(কংস রাজসভায় ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন। যাদবগণ, সভাসদ, ঋত্বিক্ আসীন। রত্নাসনে কংস। তাহার দক্ষিণে মন্ত্রী, বামে ভগদত্ত আসীন। একপার্শ্বে যজ্ঞবেদী। ধনুক পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত। ঋত্বিক্ আহুতি দান করিল)।

বৈতালিকের গীত।

জয় বীর্য্য-প্রভাকর, ক স বীরবর !
কীর্ত্তি মুখরিত ধরাতল।
কম্পিত সুরাসুর, শঙ্কিত চরাচর
শমিত দমিত যত মহীপাল।
গগন ভকতি-ভরে করয়ে প্রণতি,
পবন সভয়ে গাহে বন্দনা-গীতি
সাগর গরজে ঘন ধোদ্রিম দ্রিমিতাল।

কংস। পূর্ণ মম যজ্ঞ-আয়োজন !
কিন্তু কোথা অক্রূর ধীমান ?
কোথা কৃষ্ণ বলরাম—
গোকুলের বীর-ধুরন্ধর দোঁহে ?

মন্ত্রী। মহারাজ !
মনে হয় ক্ষণে, রামকৃষ্ণ সনে
এতক্ষণে, তরীযোগে—
অক্রূর হয়েছে পার যমুনা-তটিনী।

ভগদত্ত। এলে ত বাঁচি ! কিন্তু আসবে কি ?

কংস। কিবা কহ ভগদত্ত ?
বিনা কৃষ্ণ বলরাম—
যজ্ঞ মম হবে না পূরণ।

ঋত্বিক। যজ্ঞেশ্বর বৈকুণ্ঠবিহারী হরি !
বিনা নারায়ণ,
হে রাজন্! কেমনে হইবে তব যজ্ঞ সম্পূরণ ?

কংস। বৈকুণ্ঠবিহারী হরি !
মন্ত্রীবর !
সমাচার দেহ নাই বৈকুণ্ঠ-নিবাসে ?

মন্ত্রী। মহারাজ !
গোলোক ছাড়িয়া হরি—
অবতীর্ণ ধরাধামে শুনি।

কংস। অবতীর্ণ ধরাধামে ?
কোন জনপদে, কাহার আবাসে
এবে বসতি তাঁহার ?
জান কিবা সমাচার ?

মন্ত্রী। কেমনে, কোথায় তাঁর করি অন্বেষণ ?

কংস। কোথা নারায়ণ ! যজ্ঞ মম হবে না পূরণ ?

(নেপথ্যে কোলাহল)

কংস। ঐ শুনি মত্ত হস্তি-নাদ !
মল্লগণ প্রাসাদ-তোরণে তোলে রোল !

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী। মহারাজ ! মহারাজ !

কংস। শীঘ্র দেহ সমাচার !

রক্ষী। মহারাজ !
আতঙ্কে সরে না বাণী।

কংস। আতঙ্ক ! আতঙ্ক !
কংস-ভৃত্য আতঙ্কে অধীর !
বল ত্বরা কিবা হেতু তার ?

রক্ষী। মহারাজ !
উপস্থিত কৃষ্ণ বলরাম।
প্রাণ ও মা ভক্ষ বড়—
মল্ল শত শত— নিহত নিহত সবে
কৃষ্ণের সমরে।
শ্যামে নিভাবে প্রাণ !
ঐ আসে সভামাঝে কালান্তক রায়।
বামে বলরাম বাঁকা কৃষ্ণ শিখী-পুচ্ছধারী।
সাবধান ! সাবধান ! [প্রস্থান

কংস। পূর্ণকাম ! সফল-প্রয়াস—
সার্থক এ যজ্ঞ আয়োজন !
শত্রু মোর মুষ্টিমধ্যে
করেছে প্রবেশ।

(শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও অক্রুরের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এই মোর এতদিনে
মধুর-মথুরা !
জনক জননী যথা,
জ্বালিয়াছে তীব্র হুতাশন !

বুকে জ্বালা—বড় জ্বালা !
ভাষা নাই—ভাষা নাই, বুঝাতে সে ব্যথা

কংস। রে নীচ গোপের নন্দন !
আস্ফালন হেরি তোর,
হাসি পায়—হাসি পায় মোর।

অক্রূর। মহারাজ !
হেন হীন সম্ভাষণ,
রূঢ় আচরণ—
শোভন নহেক তার প্রতি,
যজ্ঞে যারে সমাদরে কর আমন্ত্রণ !

কংস। হে অক্রূর !
সত্য তব বাণী !
ঐ ধনু হের বেদীপরে—
বীর হস্তে কর উত্তোলন !
হে ব্রজরাজ নন্দন !
বীরত্বের দেহ পরিচয়।

(সকলের হাস্য)

বলরাম। বিদ্রূপের তীব্রহাস্যে
অনল ছিটায় !
নাহি সয়—নাহি সয়—
হেন অপমান !
হে কৃষ্ণ ! কর ত্বরা বিহিত বিধান !
নহে বল্—
রসাতলে প্রেরিব কি পাপ-যজ্ঞসভা ?

শ্রীকৃষ্ণ। হে জ্যেষ্ঠ!
শান্ত হও ক্ষণেকের তরে!
রাজাজ্ঞা করিব পালন।
দেখাইব যাদব সমাজে,
দেখাইব বীরবৃন্দে সবে,
গোধন-চারণে—
কতশক্তি—কিবা শক্তি—
বহে গোপ-দেহে!

(ধনুক উত্তোলন ও নিক্ষেপ। ধনুক ভগ্ন হইল

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

শ্রীকৃষ্ণ। শোন যাদব-সমাজ!
যদুশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ উগ্রসেন—
ঐ কংসের জনক,
কারাগারে অশ্রুজলে ভাসে।
দিনা দেবী—
মোহের ভগিনী তব,
স্নেহময়ী জননী আমার,
যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেব জনক আমার,
কারাগারে করে হাহাকার!
সপ্তপুত্র তাঁর পাষাণে আছাড়ি মারে!
বধিবারে অষ্টম জাতকে মোরে—
অঘাসুরে বকাসুরে প্রেরে বৃন্দাবনে,
যথা নন্দের ভবনে,
পিতা মম রেখে আসে,

বল সবে কিবা চাও বিহিত বিধান,—
কংসের জীবন—অথবা মরণ তার ?

সকলে। মরণ ! মরণ !

কংস। মরণ ! মরণ ! (শঙ্কা-বিহ্বল দৃষ্টি সঞ্চালন)

শ্রীকৃষ্ণ। মরণ—মরণ লিখন তোর ও পাপ-ললাটে !
চল্ চল্ ত্বরা মল্লভূমে। (গলদেশ ধারণ)

কংস। চল ওরে গোপাল অধম।

[উভয়ের প্রস্থান।

অক্রূর। শুন কৃষ্ণ ! মাতুল ! মাতুল তোমার !

শ্রীকৃষ্ণ। (নেপথ্যে) বিশুষ্ক এ হৃদয়ে মমতার ধারা !
যাও পাপী—মরণের দেশে ত্বরা।

কংস। (নেপথ্যে) ওহো যায় প্রাণ ! যায় প্রাণ অনল প্রদাহে।
ওঃ ! (মৃত্যু)

সকলে। শান্তি—শান্তি !

ভগদত্ত। অনলে তোমার দেহ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। তোমার জন্য যে লাঞ্ছনা পেয়েছি, যাদব হয়ে, যাদব সমাজে যে অপমান, যে অনাদর বুক পেতে নিয়েছি,—সেই জমাট-বাঁধা যন্ত্রণার শান্তি হ'ল ! আজ আমি মুক্ত—স্বাধীন।

সকলে। জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়।

(বলরাম, উগ্রসেন, বসুদেব ও দেবকীর প্রবেশ)

বলরাম। হে কৃষ্ণ ! এই দেখ জনক জননী—
অত্যাচারে শীর্ণ-কলেবর !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। (দেবকীর বক্ষে ছুটিয়া গিয়া)
মা—মা ! দুঃখিনী জননী মোর !

দেবকী। ওরে অশ্রুজলে আবারে নয়ন—
বুকে আয়—বুকে আয় প্রাণধন!
(আলিঙ্গন ও চুম্বন)
ঐ তোর জীর্ণ পিতৃদেহ—
দেখ দেখ—কংস-নির্য্যাতন-ছবি!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা—পিতা!
কহ কথা—
ঐ হের প্রাণহীন শুষ্ক-দেহ তব—
লুণ্ঠিত ধরায়।

বসুদেব। আনন্দ-তরঙ্গে ভাসে হৃদি-বৃন্দাবন।
হাম্বারবে চরিছে গোধন!
শুনি যেন মুরলীর তান,—
যমুনায় বহিছে উজান।
এস প্রাণ—প্রাণের মাঝারে।
(আলিঙ্গন ও চুম্বন)

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! হেরি ঐ বৃদ্ধ মাতামহ!
এস যদুপতি—এস মহারাজ!
সিংহাসনে কর আরোহণ—
সফল জীবন আজি হেরিয়া চরণ।
(সিংহাসনে স্থাপন ও মুকুট দান)

উগ্রসেন। স্নেহে তোর পাতা সিংহাসন!
ওরে যাদুধন!
কিবা ছার মথুরার রত্ন-সিংহাসন!

শ্রীকৃষ্ণ। জয় মহারাজ উগ্রসেনের জয়!

(সকলের প্রতিধ্বনি)

উগ্রসেন। জয়! জয়!
জয়-নাদে মোর নিনাদিত সভাতল—
কিন্তু ভূতল-লুণ্ঠিত ঐ
পুত্র কলেবর—শ্বাসহীন, নীরব-নিথর।

শ্রীকৃষ্ণ। হে মাতামহ!
সত্য তব বাণী!
কিন্তু দেখ ফিরে উঁচায়ে নয়ন,
শত শত জীবনের—
তুমি যে গো আরাধ্য রতন!
এক পুত্র তব পড়ে ভূমিতলে,
লক্ষ লক্ষ ডাকে তোমা—"পিতা" "পিতা" বলে।
স্নেহের সাগরে তব,
করে না কি তরঙ্গ নর্তন?

উগ্রসেন। নাচে - নাচে বৎস—অপার আনন্দে
মম হৃদয়-পাথারে।

শ্রীকৃষ্ণ। জয় মহারাজ উগ্রসেনের জয়!

উগ্রসেন। নহে মম জয়!
সনাতন ধরমের জয়!
এযে শ্রীকৃষ্ণের জয়।

(রামকৃষ্ণ উভয়কে অঙ্কে ধারণ)

সকলে— জয় রামকৃষ্ণের জয়!

যবনিকা।